জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (নবম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
হেল্প লাইন : ১৬১০৮
ই-মেইল : info@nhrc.org.bd, ওয়েব সাইট : www.nhrc.org.bd

মানবাধিকার দিবস

১০ ডিসেম্বর ২০২৫

‘মানবাধিকার, আমাদের প্রতিদিনের অপরিহার্য বিষয়’

ক্রোড়পত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১০ ডিসেম্বর ‘মানবাধিকার দিবস ২০২৫’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনে সারা বিশ্বে মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়।
মানবাধিকার মানুষের জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য ও সর্বজনীন অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে এই অধিকারের দাবিদার। মানবাধিকার সুরক্ষা একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক বিকাশের মৌলিক শর্ত।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের প্রবল ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। গুম, খুনসহ বিগত ১৬ বছরের দুঃশাসনে এদেশে মানবাধিকার বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিবিধ উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে মানবাধিকার পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি ঘটেছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশের কর্মপদ্ধতিতে বেশ কিছু সংস্কার আনা হয়েছে। ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫’ প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকার, সুশীল সমাজ, মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন। আজকের এই দিনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানাই।
আমি ‘মানবাধিকার দিবস ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫ : একটি যুগান্তকারী সংস্কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি স্বাধীন, সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯-এর উল্লেখযোগ্য কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায় এর ফলে, কমিশন গ্লোবাল এলায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউটস-এর র‍্যাংকিং-এ ‘বি স্ট্যাটাস’প্রাপ্ত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সময় আইনি সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের সুপারিশ করলেও আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫ প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছে। দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত এই সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (প্যারিস প্রিন্সিপাল) অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন ও কার্যকর এখতিয়ার থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় কমিশন আন্তর্জাতিকভাবে ‘বি’ স্ট্যাটাসে রয়েছে, যা তার সক্ষমতা ও মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাই কমিশনের স্ট্যাটাস উন্নীতকরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংস্কারের দাবি ছিল সময়োপযোগী ও যৌক্তিক। এই লক্ষ্যে নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সচেতন প্রয়াস।
এতে কমিশনের স্বাধীনতা, অন্তর্ভুক্তি ও জবাবদিহিতা আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের ম্যান্ডেটকে প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনসের মূল সুপারিশগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।
মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহের মানদণ্ড সম্পর্কিত নীতিমালা বা প্যারিস নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোন ঘটনা তদন্ত ও প্রতিকার প্রদান করবে। পূর্ববর্তী আইনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনের সীমাবদ্ধতা ছিল, যা কমিশনের সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এছাড়াও, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও কমিশনারদের নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব নিয়েও সমালোচনা ছিল। নতুন অধ্যাদেশে এই সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার মাধ্যমে কমিশনকে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।
নতুন অধ্যাদেশে বেশ কয়েকটি মৌলিক সংস্কার করা হয়েছে। প্রথমত, মানবাধিকারের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করে এটিকে আরও সমন্বিত ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কমিশনের ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কার্যাবলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সার্বক্ষণিক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করা হয়েছে। চতুর্থত, অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা হয়েছে। সর্বোপরি, কমিশনের আদেশ বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো সরকারি কর্মচারী, সশস্ত্র বাহিনীসহ যেকোনো শৃঙ্খলা বাহিনী বা সরকারের কোনো গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি তদন্ত করতে পারবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। শুধু তাই নয়, তদন্ত চলাকালে কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী আদেশে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দিতে পারবে। পাশাপাশি এখন থেকে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় অভ্যুহত গ্রহণযোগ্য হবে না, দায়মুক্তির সুযোগও আর থাকছে না।
গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত অন্যতম পদক্ষেপ এবং এটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত ০৯টি মূল আন্তর্জাতিক সনদের সবগুলো স্বাক্ষর করেছে। এটি আমাদের জন্য বিশেষ করে মানবাধিকার কর্মীদের জন্য একটি বড় মাইলফলক। উক্ত সনদ কার্যকর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে গুম-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও তদন্ত করা, গোপন আটক কেন্দ্র পরিদর্শন, আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ, গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের কল্যাণে তহবিল পরিচালনার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে, যা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য একটি নতুন অধিক্ষেত্র হতে চলেছে।
পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নবপ্রণীত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে প্যারিস নীতিমালার সাথে সর্বোচ্চ সংগতি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে। এই অধ্যাদেশ এবং গুমপ্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সূযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে, এর সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে অধ্যাদেশদ্বয়ের সঠিক বাস্তবায়নের ওপর। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক সদিচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেগম মেহেরুন্নেসা
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জেলা ও দায়রা জজ
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপদেষ্টা
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ যথাযোগ্য মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। মহান এ দিবস উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
মানবাধিকার শাশ্বত, সর্বজনীন, সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য—যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো—মানবাধিকারকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সুদৃঢ় ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণীত হয়েছে। কমিশনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাঠামোগত সক্ষমতা ও কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি, তদন্ত ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ, ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ, বিশেষায়িত কমিটি প্রতিষ্ঠার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মানবাধিকার সুরক্ষার অংশ হিসেবে গত বছর বর্তমান সরকার গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে। এ সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুমপ্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে গুম-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, গোপন আটক কেন্দ্র পরিদর্শন, আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের কল্যাণে তহবিল পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী সনদের অপশনাল প্রটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং সে প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে একটি জাতীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার অধীনে স্বাধীনভাবে পূর্বঘোষণা ছাড়া যেকোনো বন্দীশালা পরিদর্শন করা যাবে এবং নির্যাতন রোধে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।
এর পাশাপাশি বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ ও আইনের শাসন নিশ্চিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্তর্বর্তী সরকারের এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।
মানবাধিকার দিবসে আমি বিশ্বের সকল প্রান্তের নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। পরিচয়, বিশ্বাস, মত-পার্থক্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. আসিফ নজরুল

সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানবাধিকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বিশ্বের সকল মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এটি মানবাধিকারের সর্বজনীন মানদণ্ড নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক দলিল।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য। সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ অন্যান্য মানবাধিকার-সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ প্রতিপালন করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সম্প্রতি, সরকার মানবাধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন নীতি, আইন এবং উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় মানবাধিকার কমিশনকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করতে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি, স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করবে।
মানবাধিকার দিবসে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে এ সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সকল নাগরিকের ভূমিকা রাখতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং অন্যের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এ দায়িত্ববোধই আমাদের জাতি হিসেবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী

সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

মানবাধিকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, গণহত্যা, অমানবিক অত্যাচার ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, কেবল রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করলেই মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর বিশ্ব একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মানুষ তার জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে নয়; বরং জন্মগতভাবেই স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও সমান অধিকার রাখে। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, যা সকল মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বভৌম মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এটি মানবজাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিবছর সারা বিশ্বে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
মানবাধিকার হলো মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে এই অধিকার সবার জন্য সমান। এই অধিকারগুলো অবিচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ২০২৫ সালের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : Human Rights, Our Everyday Essentials—মানবাধিকার, আমাদের প্রতিদিনের অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ মানবাধিকার কোনো সুযোগ নয়—এটি আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রতিদিনের খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয়, শিক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি আমাদের জীবনের অন্যতম অপরিহার্য বিষয়।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা, প্রচার ও চর্চাকে সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। দেশের সকল পর্যায়ে মানবাধিকার চর্চা ও জ্ঞান বিনিময় অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
মানবাধিকার দিবসের সকল কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

সেবাষ্টিন রেমা

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারও প্রতি কোনো বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোনো প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাপ্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্তবিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না